শারিয়া - আল্লার আইন? - ২

এরপর থেকে আমরা সরাসরি টার্গেট হিট করব, অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করব। সেটা হল শারিয়ার আইন। উদ্ধৃতি দেব বাস্তব থেকে আর সবচেয়ে শক্ত দলিলগুলো থেকে। হেঁড়ে গলায় যতই চ্যাঁচামেচি করুক, সে হিসেবের কড়ি কোন জামাতি কাগুজে বাঘের খেয়ে যাবার উপায় নেই। আপনারা দেখে নিন, বুঝে নিন, হিসেব করে নিন এগুলো আপনার ধর্ম কি না। তারপরে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব আমাদের ইমামদের, এ অভিশাপের ইতিহাস ও বিভিন্ন আঙ্গিকের ওপরে। ইচ্ছে আছে পরে আইনের কেতাবগুলো থেকে পৃষ্ঠাগুলোর ফটোকপি স্ক্যান করে এ সাইটে দেব যাতে সবাই চোখে দেখে নিতে পারি জামাতের আসল চেহারা। আর কথা নয়, এখন শুধু দেখবার পালা তথাকথিত "আল্লার আইন"। উদাহরণগুলো অন্যান্য অনেক বইতেই পাওয়া যায়।

১। দি পেনাল ল' অফ ইসলাম-মোঃ ইকবাল সিদ্দীকি - কাজী পাবলিকেসন্স লাহোর - পৃঃ ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ১২৭ ও ১৪৯:-

"অবৈধ সংসর্গের মামলায় প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য হইল চারিজন পুরুষ, এই মামলায় নারীর সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নহে"।

"প্রথম হইতেই নারীসাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য না হইবার কারণ হইল, - তাহাদের বুঝিবার কম ক্ষমতা, তাহাদের কম স্মরণশক্তি ও তাহাদের কম নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা"।

'দাস ও দাসীর মত যে ব্যক্তি (নিজে অন্য কারও) সম্পত্তি, তাহার সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নহে"।

"মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য দন্ডিত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নহে"। (অর্থাৎ তার চোখের সামনে ঘটনা ঘটলেও)।

"মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য যে অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নহে, কিন্তু সে মুসলমান হইয়া গেলে তখন তাহার সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য"।

"ধর্মের পার্থক্যকেও সম্মান করিতে হইবে। তাই কোন অমুসলিমকে খুন করিবার অপরাধে কোন মুসলমানের মৃত্যুদন্ড হইবে না"।

২। ইসলামের ওপর সবচেয়ে বিখ্যাত ভারতীয় গবেষক ডঃ তাহির মাহমুদ প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অফ অব্জেক্টিভ স্টাডিজ - দিল্লী থেকে প্রকাশিত "ক্রিমিন্যাল ল' ইন ইসলাম অ্যান্ড দি মুসলিম ওয়ার্লড"-এর "টেক্সট অফ পাকিস্তান'স হুদুদ অর্ডিন্যান্স" অধ্যায় থেকে-পৃঃ ২৫১, ৪৪৫ ও ৪৪৮ থেকে -

"(ইসলামি) আইনবিদদের ভিতরে সাক্ষীর সংখ্যা ও লিঙ্গের বিষয়ে সার্বিক মতৈক্য রহিয়াছে। অবৈধ সংসর্গ ও প্রাণদন্ডের যোগ্য মামলায় নারীদের সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নহে"।

"হুদুদের শাস্তির উপযুক্ত অবৈধ সংসর্গ অথবা ধর্ষণের নিম্নলিখিত প্রমাণ প্রয়োজন, যথা-(অপরাধীর স্বীকারোক্তি), অথবা কমপক্ষে চারিজন বয়স্ক মুসলমান পুরুষের চাক্ষুষ সাক্ষ্য"।

"এই অর্ডিন্যান্সের অধীনে যে কোর্টে কোন মামলা বা আপীল হইবে তাহার জজ (প্রিসাইডিং অফিসার) হইবে মুসলমান। কিন্তু যদি অভিযুক্ত অমুসলিম হয় তবে তাহার জজ অমুসলিম হইতে পারে"।

অন্যান্য অনেক সুত্রেও এই পাকিস্তানি শারিয়ার হুবহু সমর্থন মেলে। আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে আমাদের গ্রাম্য আদালতের ফতোয়া-আদালতে গ্রাম্য মোল্লারা যখন হতভাগিনী অবিবাহিতা ধর্ষিতাকে বেত দিয়ে পেটায় (এবং সারা জাতি কুম্ভীরাশ্রু ফেলে) তখন তারা হুবহু শারিয়ার আইনই মেনে চলে। শারিয়া মেনে চললে ১৩ বছরের ধর্ষিতা বালিকাকে জুতো দিয়ে পেটাতে পেটাতে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া ছাড়া উপায় নেই ওই গ্রাম্য মওলানার। এগারো আর নয় বছরের দুই ধর্ষিতা বোনকে একশ' এক বেতের বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে না রেখে উপায় নেই জামাতের।

আর আপনি ভাবছেন এই শয়তানের বিরোধিতা না করে আপনি বেহেশ্‌ত্‌ কিনছেন, তাই না? বাস্তব উদাহরণ প্রচুর আছে, যতটা চাইবার ও বইবার শক্তি রাখেন তার বেশীই আছে। শুধু খুলে দেখুন ঢাকার "শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র"-এর প্রকাশিত বই

‘‘ফতোয়া ১৯৯১ - ১৯৯৫’’।

আমরা সবাই চাই দেশ গড়ে উঠুক সুন্দর ফুলের মত। কিন্তু ‘‘ইফ উইসেস ওয়্যার হর্সেস, বেগার্স উড রাইড’’, চাইলেই যদি ঘোড়া পাওয়া যেত তাহলে ফকিররাও ঘোড়ায় চড়ত। ধুরন্ধর বাক্যনবাবে ভরে গেছে দেশ। আর এদিকে শারিয়া-বিরোধী কিছু ব্যক্তিগত মতামত পড়ে বিষাক্ত শারিয়ার সমর্থনে গজে উঠেছেন কিছু সাংস্কৃতিক সিদ্ধপুরুষ/মহিলা ,যাঁরা আদালতে প্রয়োগকৃত মযহাবি আইনের সাথে শারিয়া-আদালতের বাইরে কিছু কেতাবে বা সানন্দা-বিচিত্রায় প্রকাশিত শারিয়া-নিবন্ধের পার্থক্যটা উপলব্ধি করছেন না। কারণ, আদালতে যে আইনই চলুক, গহীন গ্রামে ছোট্ট ধর্ষিতাদের যা-ই হোক, ওই ব্যক্তিগত সুন্দর মতামতগুলোই তাঁদের জন্য মহা সুখের ‘‘আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই গো....’’।

এদিকে কর্মের রাজপুত্রের/রাজকন্যার অপেক্ষায় অসহায় প্রহর গোনে মহাকাল। আর জুতোর আঘাতে বেত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হতে থাকে ধর্ষিতা বালিকার দল।

কোথাও কি সত্যিই কেউ নেই?

ক্রমশঃ